হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام

16-December-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهٗ مِنَ الْجَنَّةِ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজার (১০০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবেনা।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকিরে ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৬, হাদীস ২৫৯০।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মৃত পাখি জীবিত হয়ে গেলো!

একবার **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত **ইব্রাহিম** عَلَيْهِ السَّلَام সমুদ্র সৈকতে দেখলেন: একজন মানুষ মরে পড়ে আছে, সমুদ্রের পানিতে যেহেতু জোয়ার ভাটা থাকে। সেহেতু যখন জোয়ার ছিলো তখন মাছেরা সেই লাশটি খেলো আর যখন ভাটা হলো তখন জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীরা খেলো আর যখন হিংস্র প্রাণীরা চলে গেলো পাখিরা খেলো। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام তা দেখলেন তখন তাঁর আগ্রহ জাগলো যে, তিনি দেখবেন, মৃতদের কিভাবে জীবিত করা হয়। অতএব তিনি **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! আমার বিশ্বাস রয়েছে যে, তুমি মৃতদের জীবিত করবে এবং তাদের অংশবিশেষ সমুদ্রের প্রাণী ও হিংস্র পশু এবং পাখিদের পেট থেকে জড়ো করবে, কিন্তু আমি এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখার ইচ্ছা পোষণ করছি। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: তুমি কি তা বিশ্বাস করোনা? **আল্লাহ পাক** হলেন সকল অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত, তিনি

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর ঈমানের প্রখরতা ও বিশ্বাস সম্পর্কে জানেন। তবুও এরূপ প্রশ্ন করা যে, "তুমি কি তা বিশ্বাস করোনা" এই কারণেই যে, শ্রোতারা যেনো প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয় এবং জেনে যায় যে, এই প্রশ্ন কোন সন্দেহের কারণে ছিলো না। অতএব হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: বিশ্বাস কেন করবো না? কিন্তু আমি এই বিষয়টি নিজের চোখে দেখতে চাই, যাতে আমার মন শান্ত হয়ে যায় এবং খলিল বানানো অবস্থায় অর্থ এটাই হবে যে, এই নিদর্শন দ্বারা আমার অন্তর প্রশান্ত হয়ে যাবে, কেননা তুমি আমাকে তোমার খলিল বানিয়েছো।[১]

কুরআনে পাকে এই ঘটনাকে **আল্লাহ পাক** এভাবে বর্ণনা করেছে:

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰىؕ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْؕ قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنْ لِّیَطْمَىٕنَّ قَلْبِیْؕ

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর যখন আরয করলো ইব্রাহিম, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখিয়ে দাও, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবে। ইরশাদ করলেন: তোমার কি নিশ্চিত বিশ্বাস নেই? আরয করলেন: নিশ্চিত বিশ্বাস কেন থাকবেনা! কিন্তু আমি এটা চাই যে, আমার অন্তরে প্রশান্তি এসে যাবে।

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর আবেদনে **আল্লাহ পাকের** আদেশ হলো: তুমি চারটি পাখি নাও ও তাদের ভালোভাবে পোষ মানাও অতঃপর তাদের জবাই করে এর কিমা পরস্পরের সাথে মিলিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে রেখে দাও অতঃপর তাদের আওয়াজ দাও। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের পূর্বের আকৃতিতে তৈরী হয়ে তোমার নিকট এসে যাবে। অতএব হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام চারটি পাখি নিলেন। একটি অভিমতে তা ছিলো ময়ুর, মোরগ, কবুতর ও কাক। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাদেরকে **আল্লাহর** আদেশ

১. খাযিন, ৩য় পারা, বাকারা, ২৬০নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২০৩-২০৪।

অনুযায়ী জবাই করলেন, তাদের পালক উপড়ানো হলো ও কিমা বানিয়ে এদের বিভিন্ন অংশ পরস্পর মিলিয়ে দেয়া হলো আর এই সমষ্টিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ে রেখে দেয়া হলো আর সকলের মাথা নিজের কাছে সংরক্ষণে রাখলেন। অতঃপর এই পাখিগুলোকে ডাক দিলেন। তাঁর ডাক শুনেই **আল্লাহ**র হুকুমে সেই অংশবিশেষ উড়লো এবং প্রতিটি প্রাণীর অংশবিশেষ আলাদা আলাদা হয়ে নিজেদের সিস্টেমে জড়ো হলো এবং পাখির আকৃতিতে নিজেদের পায়ে দৌঁড়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলো এবং নিজ নিজ মাথার সাথে মিলে হুবহু আগের মতোই পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। سُبْحٰنَ الله[১]

এই ঘটনাকে কুরআনে পাকে **আল্লাহ পাক** এভাবে বর্ণনা করেন:

قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ؕ

(পারা ৩য়, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ ইরশাদ করলেন: তবে আচ্ছা! চারটা পাখী নিয়ে তোমার সাথে নেড়েচেড়ে নাও। অতঃপর সেগুলোর একেক খন্ড প্রতিটি পাহাড়ের উপর রেখে দাও, অতঃপর সেগুলোকে আহ্বান করো। সেগুলো তোমার নিকট চলে আসবে নিজ পায়ে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই কুরআনী ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাই যে, **আল্লাহ পাক** আম্বিয়ায়ে কিরামের দোয়া কবুল করে থাকেন ও তাঁদের দোয়ায় মৃতরাও জীবিত হয়ে যায়, তাছাড়া এটাও জানা গেলো, যেভাবে **আল্লাহ পাক** প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম, তেমনই মৃত্যুর পর আবারো জীবিত করাতেও সক্ষম।

১. তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৩য় পারা, বাকারা, ২৬০নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩৯৩।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** নবী ও আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام মধ্যে শ্রেষ্ট রাসূলদের অন্তর্ভূক্ত, আমাদের আজকের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো "হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর জীবন ধারণ"। আসুন! সর্বপ্রথম তাঁর পরিচয় শুনি:

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিচিতি

তাঁর নাম হলো **"ইব্রাহিম বিন তারুখ"**। তিনি এতবেশি মেহমানদারী করতেন যে, **"আবুদ দায়ফান"** অর্থাৎ মেহমানদারীকারী উপাধীতে প্রসিদ্ধ হয়ে যান।[১] **আল্লাহ পাক** তাঁকে এই মর্যাদাও প্রদান করেছেন যে, তাঁর পরবর্তিতে আগত সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام তাঁর সন্তানদের মধ্যেই, তাই তাঁর একটি উপাধী হলো **"আবুল আম্বিয়া"** অর্থাৎ **"আম্বিয়াদের পিতা"**ও ছিলো।[২] কুরআনে করীমে ৫৬বার তাঁর আলোচনা এসেছে এবং তাঁর এই পাঁচটি গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে: (১) **খলিল** বা ভালো বন্ধু[৩] (২) **হালীম** অর্থাৎ অনেক বেশি ধৈর্য্যশীল (৩) **আওয়াহ** অর্থাৎ অনেক আহাজারিকারী (৪) **মুনিবু** অর্থাৎ অনেক বেশি প্রত্যাবর্তনকারী[৪] (৫) **সিদ্দিক** অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সত্যবাদী।[৫] তাঁর জন্ম "আহওয়ায" নামক ভূমির "সুস" এ হয়েছিলো অতঃপর তাঁর পিতা তাঁকে নমরুদের দেশ "বাবেল" এ নিয়ে আসেন। **আল্লাহ পাক** তাঁকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা ধন্য করেন এবং তাঁকে জমিন ও আসমানের সকল কিছু পরিদর্শনও করান। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

---

১. তাফসীরে খাযিন, ১/৪৩৪।
২. তাফসীরে নঈমী, ১/৬১৮।
৩. পারা ৫, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১২৫।
৪. পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ৭৫।
৫. পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৪১।

وَكَذٰلِكَ نُرِیْۤ اِبْرٰهِیْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِیَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِیْنَ ﴿۷۵﴾

(পারা ৭, সূরা আনআম, আয়াত ৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যেভাবে আমি ইব্রাহীমকে দেখাচ্ছি সমগ্র বাদশাহী আস্‌মানসমূহের ও যমীনের এবং এ জন্য যে, তিনি সচক্ষে-দেখা নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্ম!

মুফাসসীরগন ও ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা: নমরুদ বিন কিনআন খুবই অত্যাচারী বাদশাহ ছিলো, সেই সর্বপ্রথম মুকুট মাথায় পরিধান করেছিলো। এই বাদশাহ মানুষদেরকে তার পূজা করাতো, গণক ও জ্যোতিষীরা অধিকহারে তার দরবারে উপস্থিত থাকতো। নমরুদ স্বপ্নে দেখলো, একটি নক্ষত্র উদয় হলো আর এর আলোর সামনে সূর্য একেবারে আলোহীন হয়ে গেলো। সে খুবই আতঙ্কিত হয়ে গেলো এবং সে গণককে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলো। তারা বললো: এই বছর তোমার সম্রাজ্যে একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করবে, যে তোমার সম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে এবং তোমার দ্বীনের লোকেরা তার হাতে ধ্বংস হবে। এই সংবাদ শুনে সে চিন্তিত হয়ে গেলো আর সে আদেশ দিলো: যেই ছেলে জন্মগ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হবে এবং পুরুষ ও নারী আলাদা থাকবে আর তা পরিচালনা করার জন্য একটি বিভাগ চালু করে দেয়া হলো কিন্তু ভাগ্যকে কেইবা খন্ডন করতে পারে। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্মানিতা আম্মাজান গর্ভবতী হলেন আর গণকরা নমরুদকে এই সংবাদও দিলো: সেই বাচ্চা গর্ভে এসে গেছে, কিন্তু যেহেতু হযরতের আম্মা সাহেবার বয়স খুবই কম ছিলো তাই তার গর্ভধারন কোনভাবেই বুঝা গেলো না। যখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্মের সময় নিকটবর্তী হলো তখন তাঁর আম্মা সেই মাটির নিচে কক্ষে চলে গেলেন যা তাঁর পিতা

শহরের অদূরে খনন করে তৈরী করেছিলেন, সেখানে তাঁর জন্ম হলো এবং সেখানেই তিনি রইলেন। পাথর দ্বারা এই মাটির নিচে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয়া হতো, প্রতিদিন তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান দুধ পান করিয়ে আসতেন এবং যখন সেখানে পৌঁছতেন তখন দেখতেন: হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর আঙ্গুলের কোণা চুষছেন আর তা থেকে দুধ আসতো। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام দ্রুত বড় হতে থাকেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام খুবই উচ্চ ও উন্নত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, এখানে তাঁর কয়েকটি গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে শ্রবন করুন:

নামাযের প্রতি ভালবাসা

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام ইবাদত আদায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন, যেমনটি তিনি عَلَيْهِ السَّلَام খুবই আগ্রহ সহকারে নামায আদায় করতেন ও এতে দুঃখিত হতেন যে, অন্যরা ইবাদতের প্রতি উদাসীন। হযরত কা'আবুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: একবার হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আরয করেন: হে আমার **প্রতিপালক**! আমাকে এই বিষয়টি বেদনাগ্রস্থ করে যে, জমিনে আমি ছাড়া আর কাউকে তোমার ইবাদত করতে দেখিনা। এতে **আল্লাহ পাক** ফিরিশতা পাঠিয়ে দিলেন, যারা তাঁর সাথে নামায পড়তো ও তাঁর সাথে থাকতো।[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর ইবাদতের কিরূপ আগ্রহ ছিলো এবং নামাযের প্রতি কিরূপ ভালবাসা পোষন করতেন আর তাঁকে এই

১. সীরাতুল জিনান, ৩/১৪৩।
২. হিলইয়াতুল আউলিয়া, কা'আবুল আহবার, ৬/২৬, হাদীস ৭৬৯৪।

বিষয়টি ব্যথিত করে দিতো যে, মানুষ **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত থেকে উদাসিন রয়েছে। আজ আমাদের নামাযের প্রতি কোন চিন্তা নেই, আমাদের **আল্লাহ**র ইবাদতের কোন আগ্রহণ নেই, ভাবুনতো হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام যিনি কিনা **আল্লাহ পাকে**র নবী, গুনাহ থেকে নিস্পাপ, চির ক্ষমাপ্রাপ্ত, তিনিই ইবাদতের এত আগ্রহ পোষণ করতেন আর অপরদিকে আমরা, যাদের আমলনামা গুনাহে পরিপূর্ণ, আমরা এটাও জানিনা যে, আমাদের ক্ষমা হবে কিনা, তবুও আমরা নামায থেকে উদাসিনতা অবলম্বন করি, নামাযের চিন্তাই করি না, আমাদের কাজকর্ম ও অন্যান্য ব্যস্ততার টেনশন তো রয়েছে কিন্তু আফসোস! নামাযের কোন চিন্তাই নেই। হায়! আমাদের যেনো নামাযের ব্যাপারে চিন্তা, টেনশন নসীব হয়ে যায়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নামায না পড়ার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায বর্জনকারীদের জন্য কি কি শাস্তি রয়েছে, সেই ব্যাপারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শুনুন:

যে (ব্যক্তি) ধারাবাহিকভাবে নামায আদায় করবে, সেটা (নাময) তার জন্য নূর, দলীল ও মুক্তিনামা সাব্যস্ত হবে আর যে নামায ধারাবাহিকভাবে আদায় করবে না, সেটা (নামায) তার জন্য না নূর হবে, না দীল আর না মুক্তির মাধ্যম হবে। আর ঐ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কারুন, ফিরআউন, হামান ও উবাই বিল খলফের সাথে থাকবে।[১]

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার আসরের নামায ছুটে গেলো যেন তার পরিবার ও সম্পদে কমতি করে দেয়া হয়েছে।[২]

১. মুসনদে ইমাম আহমদ, ২/৫৭৪, হাদীস: ৬৫৮৭।
২. বুখারী, ১/২০২, হাদীস: ৫৫২।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জাহান্নামে একটি উপত্যাকা রয়েছে, যাতে সাপ রয়েছে, প্রতিটি সাপ উটের গর্দানের সমান মোটা, তারা বেনামাযীকে দংশন করবে তখন এর বিষ বেনামাযীর শরীরে ৭০ বছর পর্যন্ত জোশ মারতে থাকবে, অতঃপর তার মাংস গলে হাঁড় থেকে পৃথক হয়ে যাবে।[১]

উত্তম চরিত্র

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর উত্তম চরিত্রও ছিলো অতুলনীয় এবং তাঁকে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে এর উপর অটলতার আদেশও দেয়া হয়েছিলো, যেমনটি হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট অহী পাঠালেন: হে আমার খলিল! তুমি উত্তম চরিত্র অবলম্বন করতে থাকো, যদিও (সম্বোধিত ব্যক্তি) কাফের হয়, (এরূপ করাতে) তুমি আবরারের দলে প্রবেশ করবে। নিশ্চয় উত্তম চরিত্রের অধিকারীর জন্য আমার এই বাণী অব্যাহত হয়ে গেছে: আমি তাকে আমার আরশের ছায়া দিবো, আমার সম্মানিত দরবারে সমৃদ্ধ করবো এবং তাকে আমার রহমতের নিকটবর্তী করবো।[২]

তাওয়াক্কুল, সমর্পন ও সন্তুষ্টি

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام তায়াক্কুল, সমর্পন করা ও সন্তুষ্টিরও উচ্চ পর্যায়ের অনুসারী ছিলেন। **আল্লাহ পাকের** আদেশের উপর নিজের সন্তান হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া,

১. কিতাবুল কাবাইর লিয যাহাবী, ৫৯ পৃষ্ঠা।
২. মু'জামুল আওসাত, মান ইসমুহু মুহাম্মদ, ৫/৩৭, হাদীস ৬৫০৬।

তাছাড়া **আল্লাহ পাকের** আদেশে নিজের স্ত্রী হযরত হাজেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ও নিজের অল্প বয়সী ছেলেকে মরুভূমিতে রেখে যাওয়া, ঐ সমর্পন ও সন্তুষ্টির মর্যাদার প্রকাশ ছিলো। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরো ইরশাদ করেন: যখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো তখন তিনি বলেন: "حَسۡبِیَ اللّٰہُ وَنِعۡمَ الۡوَکِیۡل" আমার জন্য **আল্লাহ পাকই** যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী। অতএব রশি ব্যতিত তাঁর আর কোন কিছুই জ্বলেনি।[১]

দানশীলতা ও মেহমানদারী

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام খুবই দানশীল এবং মেহমানদারও ছিলেন, যেমনটি বর্ণিত আছে যে, যতক্ষণ তাঁর দস্তরখানায় মেহমান আসতো না, তিনি খাবার খেতেন না, একদিন মেহমানদের এমন একটি কাফেলা তাঁর ঘরে আসলো, যাদের দেখে তিনি ভীত হয়ে গেলেন, তা ছিলো হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام, যিনি দশ বা বারোজন ফিরিশতার সাথে আগমন করেন এবং সালাম করে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করেন, এই সকল ফিরিশতা খুবই সুন্দর মানুষের আকৃতিতে ছিলেন, প্রথমত এই মনিষীরা এমন সময় আগমন করেন, যখন মেহমান আসার সময় ছিলোনা, অতঃপর এই মনিষীরা অনুমতি না নিয়েই বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলো, অতঃপর যখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام স্বভাব অনুযায়ী তাঁদের মেহমানদারীর জন্য একটি হৃষ্টপুষ্ট বাচুর ভুনা করে আনেন তখন তাঁরা তা খেতে অস্বীকার করে দিলো, মেহমানের এই তিনটি আচরণের কারণে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام আশঙ্কা করলেন; সম্ভবত এরা শত্রু হবে, কেননা সেই যুগে

১. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ফাযায়িলে সায়িরুল আম্বিয়া, ৬/২২০, ১১তম অংশ, হাদীস ৩২২৮৪।

শত্রুরা যেই ঘরে শত্রুতার জন্য যায়, সেই ঘরে কিছু পানাহার করতো না, অতএব তিনি এই মেহমানদের কিছুটা ভয় অনুভব করতে লাগলেন, তা দেখে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: হে **আল্লাহ**র নবী! আমরা **আল্লাহ পাকে**র প্রেরিত ফিরিশতা এবং আমরা দু'টি কাজের জন্য এসেছি, প্রথম উদ্দেশ্য তো এটাই যে, আমরা আপনাকে এই সুসংবাদ শুনাতে এসেছি যে, আপনাকে **আল্লাহ পাক** একজন জ্ঞানী সন্তান দান করবেন আর আমাদের দ্বিতীয় কাজ হলো যে, আমরা হযরত লূত عَلَيْهِ السَّلَام এর সম্প্রদায়ের উপর আযাব নিয়ে এসেছি।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাক** আমার বন্ধু জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি (এই বার্ত দিয়ে) প্রেরণ করেন যে, হে ইব্রাহিম! আমি তোমাকে এজন্য খলিল বানায়নি যে, তুমি আমার সবচেয়ে বেশি ইবাদত পরায়ণ বান্দা বরং এজন্য বানিয়েছি যে, তোমার অন্তর ঈমানদারদের অন্তর সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল।[১]

হযরত উবাইদ বিন উমাইর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام লোকদের মেহমানদারী করতেন। (একদিন কোন মেহমান আসেনি) তখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام মেহমানের খোঁজে বের হন কিন্তু এমন কোন মানুষ পেলেন না যাকে তিনি মেহমান বানাবেন। অতঃপর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام নিজের ঘরের দিকে ফিরে আসেন আর সেখানে এক ব্যক্তিকে দাঁড়ানো দেখলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর বান্দা! তোমাকে কে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়েছে? সে উত্তর দিলো: আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের হুকুমে প্রবেশ করেছি। ইরশাদ

১. আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩/৩১২, হাদীস: ৪০০২।

করলেন: তুমি কে? আরয করলো: মালাকুল মওত! আমাকে আমার প্রতিপালক নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দার প্রতি প্রেরণ করেছেন যেন তাকে সুসংবাদ দিই যে, আল্লাহ পাক তাঁকে নিজের খলিল বানিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: তিনি কে? আল্লাহর শপথ! যদি তুমি আমাকে তাঁর সম্পর্কে বলে দাও আর সে কোন্ দূর দূরান্ত শহরে থাকে তবুও আমি তাঁর কাছে চলে যাব। অতঃপর মৃত্যু আমাদের পরস্পরকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকব। মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام উত্তর: ঐ বান্দা হলেন আপনিই! ইরশাদ করলেন: আমি! আরয করলেন: জি, হ্যাঁ! ইরশাদ করলেন: আমাকে আল্লাহ পাক কি কারণে খলিল বানিয়েছেন? আরয করলেন: কেননা আপনি লোকদেরকে দান করে থাকেন এবং তাদের থেকে কোন কিছু চান না।[১]

অধিকহারে আল্লাহর যিকির করা:

হযরত খালেদ বিন মিদান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর সামনে একটি পাত্রে আঙ্গুর পেশ করা হয়, তখন তিনি একেকটি দানা উঠিয়ে খেতেন আর প্রত্যেক দানা খাওয়ার সময় আল্লাহর যিকির করতেন।[২]

সর্বপ্রথম

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে অনেক কাজের শুরু হয়েছিলো, যেমন; (১) সর্বপ্রথম তাঁর চুল সাদা হয়েছিলো। (২) সর্বপ্রথম তিনি عَلَيْهِ السَّلَامই (সাদা চুলে) মেহেদী ও কাতাম (নীলের পাতার) খিযাব

১. তাফসীরে ইবনে আবু খাতেম, ৪/১০৭৫, হাদীস: ৬০১৬।
২. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/২৪০, হাদীস: ৬৯৬৬।

লাগিয়েছেন। (৩) সর্বপ্রথম তিনি عَلَيْهِ السَّلَامই সেলাই করা পাজামা পরিধান করেন। (৪) সর্বপ্রথম তিনি عَلَيْهِ السَّلَامই মিম্বরে খুতবা পাঠ করেন। (৫) সর্বপ্রথম তিনি عَلَيْهِ السَّلَام ই **আল্লাহ**র রাস্তায় জিহাদ করেন। (৬) সর্বপ্রথম তিনি عَلَيْهِ السَّلَامই (সুন্দরভাবে) মেহমানদারী শুরু করেন। (৭) সর্বপ্রথম তিনি عَلَيْهِ السَّلَامই শরীদ প্রস্তুত করেন। (শরীদ ঝোলের মধ্যে ভেজানো রুটিকে বলা হয়) (৮) সর্বপ্রথম তিনি عَلَيْهِ السَّلَامই সাক্ষাতের সময় মানুষের সাথে গলা মিলানো অর্থাৎ কোলাকুলি করেন।[১]

ইসলামী আকীদা ও হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনা

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام শুরু থেকে একত্ববাদের সমর্থন ও কুফরী আকীদা রদ করা শুরু করে দেন অতঃপর যখন একটি ছিদ্র দিয়ে রাতের বেলা তিনি عَلَيْهِ السَّلَام যুহরা বা মুশতারা (অর্থাৎ শুক্র বা বৃহস্পতি) নক্ষত্র দেখলেন তখন মানুষের সামনে **আল্লাহ পাকে**র একত্ববাদের দলীল বর্ণনা করা শুরু করে দেন, কেননা সেই যুগে লোকেরা নক্ষত্র ইত্যাদির ইবাদত করতো, তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এক অনন্য ও হৃদয়গ্রাহী পরিবেশে তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার প্রতি নির্দেশনা দিলেন, যার ফলে তারা এই ফলাফলে পৌঁছলো যে, সমস্ত জগত শূন্য থেকে বিদ্যমান হবে অতঃপর শেষ হয়ে যাবে অতএব তা মাবুদ (উপাস্য) হতে পারেনা বরং সমস্ত জগত স্বয়ং কোন প্রস্তুতকারী সত্তার মুখাপেক্ষী, যার কুদরত ও ক্ষমতাবলে এতে পরিবর্তন হতে থাকে। অতএব প্রথমে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام নক্ষত্র দেখে বললেন: “একে কি আমার প্রতিপালক বলছো?” অতঃপর যখন তা ডুবে গেলো তখন বললেন: “আমি ডুবন্তদের পছন্দ করিনা।” অর্থাৎ যার এমন পরিবর্তন হচ্ছে, তা খোদা হতে পারেনা। অতঃপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام চাঁদকে

১. মিরাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল লিবাস, বাবুত তারজিল, ৮/২৬৪-২৬৫, ৪৪৮৮ নং হাদীসের পাদটিকা।

চমকাতে দেখলেন, তখন বললেন: "এটাকে কি আমার প্রতিপালক বলছো?" অতঃপর যখন তা ডুবে গেলো তখন বললেন: যদি আমাকে আমার প্রতিপালক নির্দেশনা না দিতো, তবে আমিও পথভ্রষ্ট মানুষের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতাম। এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি সতর্কতা রয়েছে যে, যারা চাঁদকে উপাস্য মানতো, তাদেরকে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام পথভ্রষ্ট ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং নিজেকে হেদায়তের। এথেকেও জানা যায়, তাঁর ঐ কথা তাদের রদ করার জন্যই ছিলো। অতঃপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সূর্যকে প্রজ্জলিত দেখে বললেন: "একে আমার প্রতিপালক বলছো?" এটা ঐগুলোর চেয়ে বড়, অতঃপর যখন তাও ডুবে গেলো তখন বললেন: হে আমার সম্প্রদায়! আমি এই জিনিষের প্রতি বিরক্ত, যাদেরকে তোমরা **আল্লাহ পাকের** সাথে অংশীদার করছো। এভাবে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام প্রমাণ করে দিলেন যে, নক্ষত্র ছোট থেকে বড় কেউই প্রতিপালক হওয়ার সক্ষমতা রাখে না, তাদের উপাস্য হওয়া ভ্রান্তি এবং জাতী যেই শিরকে লিপ্ত তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলেন এবং এরপর সত্য দ্বীনের বর্ণনা করলেন। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর নক্ষত্র, চাঁদ এবং সূর্যের ব্যাপারে বাণী সমূহ মানুষকে বুঝানোর জন্য ছিলো আর مَعَاذَ الله নিজের ব্যাপারে ছিলো না।[১]

সম্প্রদায়কে নেকীর দাওয়াত দেয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام যখন নবুয়ত ঘোষণা করলেন তখন সর্বপ্রথম নিজের পরিবার পরিজনের মধ্যে নিজের চাচা থেকে শুরু করলেন এবং তাকে শিরক থেকে বিরত থাকা ও **আল্লাহ পাককেই** আসল মাবুদ হিসেবে মেনে নেয়ার দাওয়াত দিলেন।

১. তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ৩/১৪৪।

তাঁর চাচা তাঁর কথা মান্য করার পরিবর্তে তাঁর শত্রু হয়ে গেলো। যেমনটি ১৬তম পারা, সূরা মরিয়মের ৪২-৪৩ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِذْ قَالَ لِاَبِیْهِ یٰۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَ لَا یُبْصِرُ وَ لَا یُغْنِیْ عَنْكَ شَیْــٴًـا ﴿۴۲﴾ یٰۤاَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جَآءَنِیْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِیْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِیًّا ﴿۴۳﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৪২-৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যখন আপন পিতাকে বললো, 'হে আমার পিতা! কেন এমন কিছুর পূজা করছো, যা না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন কাজে আসে? হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমার নিকট ঐ জ্ঞান এসেছে যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাবো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে মোবারকায় হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর চাচাকে বাবা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেটির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সদরুল আফাযিল মাওলানা মুফতী সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কামুস অভিধানে রয়েছে; আযর, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর চাচার নাম। ইমাম আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "মাসলিকুল খোনাফা"তেও এই রকম লিখেছেন: চাচাকে বাবা বলা সকল দেশে প্রচলিত, বিশেষতঃ আরব ভূখন্ডে। কুরআনুল করীমে রয়েছে;

نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآىِٕكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আমরা ইবাদত করবো তারই, যিনি প্রতিপালক হন আপনার ও আপনার পিতামহ ইব্রাহিম, ইসলাঈল ও ইসহাকের একমাত্র খোদা।

এতে হযরত ইসমাঈলকে হযরত ইয়াকুবের পিতার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে অথচ তিনি হলেন চাচা।[১]

১. খাযায়িনুল ইরফান, ২৬১ পৃষ্ঠা।

মোটকথা তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর চাচাকে সর্বোতভাবে বুঝিয়েছেন, কিন্তু সে নিজের বাপদাদার ধর্মকে ছাড়তে রাজি হলো না এবং খুবই কড়া ভাষায় উত্তর দিলো, যা কুরআনে পাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِیْ یٰۤاِبْرٰهِیْمُ ۚ لَىٕنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِیْ مَلِیًّا ﴿۴۶﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৪৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বললো, 'তুমি কি আমার খোদাগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো হে ইব্রাহীম? নিশ্চয়, যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি তোমার উপর পাথর বর্ষণ করবো এবং আমার নিকট থেকে দীর্ঘকালের জন্য সম্পর্কহীন হয়ে যাও।

আগুন ঠান্ডা হয়ে গেলো!

তাঁর চাচা যখন তাঁর কথা মানতে অস্বীকার করলো এবং সেও তাঁর শত্রুতে পরিনত হলো তখন এরপর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সম্প্রদায়কে নেকীর দাওয়াত দিলেন, তারাও তাঁর কথা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। কিন্তু তিনি عَلَيْهِ السَّلَام ধারাবাহিকভাবে নিজের সম্প্রদায়কে নেকীর দাওয়াত দিতে এবং তাদেরকে কুফর ও শিরকের অন্ধকার উপত্যকা থেকে বের করে আনার জন্য সুদৃঢ় ছিলেন, কিন্তু তারা মানলো না এবং তারাও তাঁর শত্রুতে পরিনত হলো আর বলতে লাগলো: "قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ" **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তারা বললো, তাকে হত্যা করে দাও অথবা জ্বালিয়ে দাও'।[১] সদরুল আফাযিল হযরত মুফতি সায়্যিদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নমরূদ ও তার সম্প্রদায় হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে জ্বালিয়ে দেয়ার প্রতি একমত হলো আর তারা তাঁকে একটি ঘরে বন্দি করে দিলো এবং 'কূসী' নামক গ্রামে একটি প্রাসাদ তৈরী

১. পারা ২০, সূরা আনকাবুত, আয়াত ২৪।

করলো। একমাস পর্যন্ত তারা পূর্ণ প্রচেষ্টা করে নানান ধরনের কাঠ সংগ্রহ করলো এবং বিরাটকার অগ্নিকুন্ড জ্বালালো। যার তাপে বাতাসে উড়ন্ত পাখি পুড়ে যেতো। একটি 'তোপ' অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপের অস্ত্র বিশেষ দাঁড় করানো হলো এবং তাঁকে বেঁধে এর মধ্যে রেখে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করলো। তখন তাঁর মুবারক মুখে ছিলো:"حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ" (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকই** আমার জন্য যথেষ্ট ও উত্তম বিধায়ক)। জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর খেদমতে আরয করলেন: "কিছু করার আছে কি?" তিনি বললেন: "তোমার থেকে নয়।" জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: "তবে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রার্থনা করুন।" তিনি বললেন: "সাহায্য প্রার্থনা করা অপেক্ষা, তিনি যে আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন তাই আমার জন্য যথেষ্ট।"[১] তখন **আল্লাহ পাক** সেই আগুনকে আদেশ দিলেন "يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾" (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** 'হে আগুন! হয়ে যা শীতল ও নিরাপদ ইব্রাহিমের উপর!') অতঃপর আগুন তাঁর বন্ধনগুলো ব্যতীত অন্য কিছু জ্বালায়নি, আগুনের তাপ দূরীভূত হয়ে গেলো; কিন্তু আলো স্থায়ী রইলো।[২]

প্রেমের পরীক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য কত কষ্ট করেছেন, এর অনুমান উল্লেখিত ঘটনা থেকে করা যেতে পারে যে, যখন তিনি মানুষকে ভ্রান্ত উপাস্যের ইবাদত থেকে সত্য মাবুদের ইবাদতের প্রতি আহ্বান করলেন, তখন তাঁর দাওয়াতের প্রতি লাব্বাইক বলার পরিবর্তে তারা তাঁর প্রাণের

১. খাযায়িনুল ইরফান, ১৮তম পারা, সূরা আম্বিয়া, ৬৮নং আয়াতের পাদটিকা।
২. খাযায়িনুল ইরফান, ১৮তম পারা, সূরা আম্বিয়া, ৬৯নং আয়াতের পাদটিকা।

শত্রু হয়ে গেলো এবং তাঁকে مَعَاذَ الله জীবিত জ্বালানোর জন্য উদ্ধত্য হয়ে গেলো, কিন্তু নিয়তী কৌশলের উপর প্রধান্য লাভ করলো এবং **আল্লাহ পাক** তাঁর নিরাপত্তা প্রদান করলেন আর আগুনকে শীতল করে দিলেন। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ হয় যে, নেকীর দাওয়াতের কাজে আসা কষ্টে ঘাবড়াবেন না, কেননা নেকীর দাওয়াতের পথে কষ্ট আম্বিয়ায়ে কিরামরাও সহ্য করেছেন। নেকীর দাওয়াত প্রসার করার ফযীলতের প্রতি দৃষ্টি রেখে এই কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করা উচিৎ। নেকীর দাওয়াতে দানকারীর প্রশংসা তো কুরআনুল করীমে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনিভাবে

আল্লাহ পাক কুরআন মজীদের ২৪ পারার সূরা হা'মীম সিজদার আয়াত নং ৩৩ -এ ইরশাদ করেন:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۳۳﴾

(পারা ২৪, সূরা হা'মীম সিজদা, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর তার চেয়ে কার কথা অধিক উত্তম, যে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে ও সৎকর্ম করে আর বলে, আমি মুসলমান।

এই আয়াতে মোবারকার টীকায় সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমার মতে এই আয়াত মুয়াজ্জিনগণের হকে অবতীর্ণ হয়েছে আর একটি উক্তি এমনও রয়েছে: যে কোন পদ্ধতিতেও আল্লাহর দিকে আহ্বান করে সে (অর্থাৎ প্রত্যেক নেকীর দাওয়াত দানকারী) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একদা মিম্বর শরীফে বসা ছিলেন, তখন এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! লোকদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: লোকদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হলো; যে অধিকহারে কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করে, মুত্তাকী হয়, সবচেয়ে বেশি নেকীর আদেশ দেয়া ও মন্দ বিষয় থেকে নিষেধকারী হয় এবং সবচেয়ে বেশি আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণকারী হয়।[১]

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি হেদায়তের দিকে আহ্বান করে, তার সকল আমলকারীদের ন্যায় সাওয়াব অর্জিত হবে এবং এতে তাদের (আমলকারীদের) নিজের সাওয়াব থেকে কিছুই কম হবে না। আর যে পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে তবে তার উপর সকল অনুসারীদের ভ্রষ্টতার সমান গুনাহ হবে এবং এতে তাদের গুনাহে কোন কম হবে না।[২]

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হুকুম (সাধারণভাবে) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর সদকায় সকল সাহাবী, মুজতাহিদ ইমামগণ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামাগণ সবাই অন্তর্ভুক্ত। যেমন- যদি কারো দ্বীন প্রচারের দ্বারা এক লক্ষ নামাযী হয়, তবে ঐ মুবাল্লিগের প্রতি ওয়াক্তে এক লাখ নামাযের সাওয়াব হবে আর ঐ নামাযীদেরও নিজ নিজ নামাযের সাওয়াব লাভ হবে। এর দ্বারা জানা গেলো; **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাওয়াব সৃষ্টিকূলের ধারণা থেকে অনেক

১. মুসনদে আহমদ, ১০/৪০২, হাদীস: ২৭৫০৪।
২. মুসলিম, কিতাবুল ইলম, বাবু মান সিন্নে সুন্নাতিন হাসানাতিন..., ১৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৬৭৪।

উর্ধ্বে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করন: وَ اِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَیْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ (পারা ২৯, সূরা কলম, আয়াত ৩) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে।) এমনই ঐ লিখকগণ যাদের কিতাব সমূহের দ্বারা লোকেরা হেদায়াত পাচ্ছে। কিয়ামত পর্যন্ত লাখো সাওয়াব তাদের পৌঁছতে থাকবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর প্রতি আগ্রহী হয়ে যান, অপর ইসলামী ভাইদেরও নামাযী বানানোর প্রচেষ্টা দ্রুততর করে দিন, ইসলামী ভাইদেরকে নামাযের উৎসাহ দিন, যারা নামায পড়তে পারেনা তাদেরকে নামায শিখান। যদি আপনার কারণে একজন ইসলামী ভাইও নামাযী হয়ে যায় তবে যতক্ষণ সে নামায পড়তে থাকবে তার প্রত্যেক নামাযের সাওয়াব আপনিও পেতে থাকবেন। প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে যান, এতে নিজেও কুরআনে করীম শিখুন এবং অন্য ইসলামী ভাইদেরও শিখান। আপনার থেকে শিক্ষাগ্রহণকারী যখনই তিলাওয়াত করবে আপনিও সেই তিলাওয়াতের সাওয়াব পেতে থাকবেন। আপনারাও সুন্নাতের উপর আমল করুন ও অপর ইসলামী ভাইকেও আমল করতে উৎসাহিত করুন। যদি আপনি কাউকে একটি সুন্নাত শিখিয়ে দেন তবে এখন সে যখনই সেই সুন্নাতের উপর আমল করবে আপনিও সেই সুন্নাতের উপর আমলকারীর ন্যায় সাওয়াব পেতে থাকবেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দ্বীনি কাজ হলো "চৌক দরস"ও। মসজিদ ও ঘর ব্যতীত যে জায়গায় (চৌক, বাজার, স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে যে দরস দেয়া হয়, সেটাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর পরিভাষায় চৌক দরস বলা হয়। চৌক

দরসের উদ্দেশ্য এমন ব্যক্তিদের কাছে নেকীর দাওয়াত পৌঁছানো। যারা মসজিদে আসে না যেন তারাও মসজিদ আগমনকারী, জামাআত সহকারে নামায আদায়কারী হয়ে যায় আর দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি বার্তা কবুল করে সুন্নাতের পথে অগ্রগামী হয়ে যায়।

মসজিদের বাইরে উপযুক্ত স্থানে ইলমে দ্বীনের দরসের উদাহরণ সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর যুগ থেকেও পাওয়া যায়। যেমন- হযরত শায়খ নসর বিন মুহাম্মদ বিন ইব্রাহিম সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের কিতাব "তানবিহুল গাফেলীন" এ উদ্ধৃত করেন: আমাকে ফোকাহায়ে কিরামগণের একটি দল এই কথা বলেছে: হযরত আমীরে মুয়াবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাসনামলে একবার হযরত সোমাইর আসবাহী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা শরীফে হজির হয়ে এক স্থানে লোকদের বড় জমায়েত দেখলেন। কারো কাছে জিজ্ঞাসা করলেন: কি ব্যাপার? তখন সে ব্যক্তি বললো: হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হাদীসে পাকের দরস দিচ্ছেন। এমনকি তিনিও সামনে অগ্রসর হয়ে ইলমের এই সমুদ্র হতে নিজের অংশ লুফে নিলেন।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাবা ঘর নির্মাণের আদেশ

ইতিহাসের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে: হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কাবার যেই ভবন বানিয়েছেন তা নূহের তুফান পর্যন্ত অক্ষত ছিলো এবং তুফানের সময় তা আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিলো। এরপর সম্মানিত কাবার জায়গাটি একটি উচ্চ টিলার ন্যায় অন্য ভূমি থেকে পৃথক মনে হতো কিন্তু

১. তানবিহুল গাফেলিন, ৬ পৃষ্ঠা।

এতে কোন ভবন ছিলো না। মানুষ এই জায়গার অভিপ্রায় করতো আর তা দোয়া কবুলের স্থান মনে করতো, এমনকি **আল্লাহ পাক** হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেনো ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে সাথে নিয়ে কাবার ভবন নির্মাণ করে এবং জায়গাটি এভাবেই চিহ্নিত করেন যে, **আল্লাহ পাক** মেঘের এই টুকরো পাঠালেন, যাতে এর ছায়া দ্বারা কাবার সীমা নির্ধারন করা যায়, অতঃপর হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এই ছায়ার সমান রেখা টেনে দিলেন এবং হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এই রেখার উপর মাটি খনন করলেন, আর এতে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর নির্মিত ভবনের ভিত্তি প্রকাশ পেলো, অতঃপর এই ভিত্তির উপর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام ভবন নির্মাণ করা শুরু করলেন, অতএব হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام পাথর আনতেন আর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এই পাথরগুলো কাদা দ্বারা জোড়া লাগাতে থাকেন। যখন ভবন মানুষের উচ্চতার সমান উচুঁ হয়ে গেলো তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এর এমন কিছুর প্রয়োজন হলো যাতে দাঁড়িয়ে নির্মাণ অব্যাহত রাখা যায়, অতএব হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেনো একটি এমন পাথর আনে, যাতে দাঁড়িয়ে আমি কাজ করতে পারবো। হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام পাথরের খুঁজে জাবালে আবু কুবাইসে গমন করলেন। পথে হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাত হলো এবং বললো: আসুন, আমি আপনাকে দু'টি পাথরের সন্ধান দিবো, যা হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে এসেছে এবং খবুই বরকতময় (অতঃপর তা বের করে) একটি হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য নিয়ে যান আর অপরটি কাবা ঘরের কোণায় দরজার ডান দিকে লাগিয়ে দিন, যাতে যারাই এই ঘরের তাওয়াফ করবে তবে একে চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করবে।

হযরত ইসমাইল عَلَيْهِ السَّلَام এই পাথরগুলো একটি একটি করে নিয়ে আসলেন এবং হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَامও সাথে আসলেন আর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে আরয করলেন: এই পাথরটি (হাজরে আসওয়াদ) কাবার কোণায় রেখে দিন। অতএব তা তার স্থানে রাখা হলো এবং অপরটিতে দাঁড়িয়ে নির্মাণ কাজ শুরু করে দিলেন।[১] নির্মাণ কাজ চলাকালিন হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল عَلَيْهِمَا السَّلَام এই দোয়া করতে থাকেন:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۲۷﴾

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করো। নিশ্চয় তুমিই শ্রোতা, জ্ঞাতা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এথেকে জানা গেলো, নেক আমল করে তা কবুলের জন্য দোয়া করা আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام সুন্নাত, আমাদেরও উচিৎ, নেক আমল করার পর তা কবুল হওয়ার দোয়া করা।

হাজরে আসওয়াদ

প্রথমদিকে হাজরে আসওয়াদের রঙ অনেক সাদা ছিলো, পরবর্তিতে কালো হয়ে গেছে, যেমনটি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হাজরে আসওয়াদ ও মকামে ইব্রাহিম জান্নাতের ইয়াকুত সমূহের মধ্যে দু'টি ইয়াকুত, যার নূর **আল্লাহ পাক** মিটিয়ে দিয়েছেন, যদি তা এরূপ না করতেন, তবে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে সবকিছু আলোকিত হয়ে যেতো।[২]

১. তাফসীরে আযীযী, ১/২৯২-২৯৪।
২. তিরমিযী, কিতাবুল হজ্ব, বাবু মাজাআ ফি ফযলিল হাজরে আসওয়াদ..., ২/২৪৮, হাদীস ৮৭৯।

আরো ইরশাদ করেন: হাজরে আসওয়াদ জান্নাত হতে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটি দুধের চেয়েও বেশি সাদা ছিলো, অতঃপর তাকে বনী আদমের গুনাহ কালো করে দিয়েছে।[১]

মকামে ইব্রাহিম

এটি একটি সম্মানিত পাথর, যা পবিত্র কাবার কয়েক গজ দূরে রাখা আছে। এটিই হলো সেই পাথর, যখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام পবিত্র কাবা নির্মাণ করছিলেন, দেয়াল যখন মাথা থেকে উঁচু হয়ে গিয়েছিলো তখন এই পাথরে দাঁড়িয়ে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام পবিত্র কাবার দেয়াল পরিপূর্ণ করেছিলেন। এটি তাঁর মুজিযা ছিলো যে, এই পাথর মোমের মতো নরম হয়ে গেলো এবং তাঁর উভয় মহিমান্বিত পায়ের এই পাথরে অনেক গভীর চিহ্ন হয়ে গেলো। তাঁর পায়ের মুবারক চিহ্নের কারণে এই মুবারক পাথরের ফযীলত ও মহত্ব এভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গেলো যে, **আল্লাহ পাক তাঁর** পবিত্র কুরআনে মজীদের দুই জায়গায় এর মহত্ব বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় তো এরূপ ইরশাদ করেছেন: فِيْهِ اٰیٰتٌۢ بَیِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِیْمَ (পারা ৪, আলে ইমরান, ৯৭) অর্থাৎ পবিত্র কাবায় **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে আর এই নিদর্শনের মধ্যে একটি বড় নিদর্শন হলো "মকামে ইব্রাহিম"।

মকামে ইব্রাহিমের মহত্ব

যেই পাথরে দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কাবা নির্মাণ করেছিলেন, তাকে **আল্লাহ পাক** এমন মহত্ব দান করলেন যে, একে নামাযের জায়গা বানানোর হুকুম ইরশাদ করে দিলেন, অতএব কুরআনে মজীদে রয়েছে:

---

১. তিরমিযী, কিতাবুল হজ্ব, বাবু মাজাআ ফি ফযলিল হাজরে আসওয়াদ..., ২/২৪৮, হাদীস ৮৭৮।

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ
(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর (বললাম;) ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থানে নামাযের স্থান রূপে গ্রহণ করো।

মকামে ইব্রাহিমকে নামাযের স্থান বানানো মুস্তাহাব আর অপর এক মত এটাও যে, এই নামায দ্বারা তাওয়াফের পর আদায়কৃত দুই রাকাত ওয়াজিব নামাযই উদ্দেশ্য।[১] তাছাড়া এই আয়াত দ্বারা জানা গেলো, যেই পাথরের নবীর কদমবুচি করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে যায় তা মহত্বপূর্ণ হয়ে যায়। سُبْحٰنَ الله **আল্লাহ পাকের** প্রিয় আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর কি শান যে, মূল ইবাদতে আম্বিয়ার প্রতি সম্মান বিদ্যমান, যেমন; মকামে ইব্রাহিমের সম্মান নামাযেই করতে হয় যে, বিশেষভাবে এর প্রতি দৃষ্টি রেখেই এবং এর অভিপ্রায় করে এর নিকট নামায পড়তে হয়। নামাযের সময় আম্বিয়াগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام সম্মানের আরো দলীল রয়েছে, যেমন; আমরা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উদ্দেশ্য করে সালাম প্রেরণ করি এবং দরূদে ইব্রাহিম পাঠ করি আর এই বিষয়টি প্রত্যেক মুসলমান জানে যে, দরূদ ও সালাম হলো সম্মান প্রদর্শনের একটি ধরন এবং সম্মান সহকারেই পাঠ করার হুকুম রয়েছে, কেউ অসম্মান করে পাঠ করার চিন্তাও করতে পারে না। মকামে ইব্রাহিমের আয়াত দ্বারাই নেককার লোকদের তাবাররুক সমূহের সম্মানেরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাবা নির্মাণের পর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শুভাগমনের জন্য দোয়া করেন

কাবা ঘর নির্মাণের মহান খেদমত সম্পাদন করা এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করার পর হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِمَا السَّلَام এই

১. বায়যাবী, সুরা বাকারা, ১২৫নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩৯৮-৩৯৯।

দোয়া করেন: **হে রব! তোমার হাবীব, নবীয়ে আখিরুজ্জামান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আমাদের বংশে প্রকাশ করো এবং এই সৌভাগ্য আমাদের দান করো। এই দোয়া কবুল হলো এবং তাঁরা উভয় মনিষীর বংশে **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমন ঘটে। ইমাম বাগভী একটি হাদীস বর্ণনা করেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি **আল্লাহ পাকের** নিকট সর্বশেষ নবী লিপিবদ্ধ হয়েছি অথচ হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর খামির প্রস্তুত হচ্ছিলো, আমি কি তোমাদের আমার প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে বলবো, আমি হলাম ইব্রাহিমের দোয়া, ঈসার সুসংবাদ, আমার আম্মাজানের ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা তিনি আমার বিলাদতের সময় দেখেছিলেন আর তাঁর জন্য একটি সুউচ্চ নূর প্রকাশ হলো, যার ফলে সিরিয়ার আইওয়ান এবং প্রাসাদসমূহ তাঁর জন্য আলোকিত হয়ে গেলো।[১]

মালাকুল মউতের ভয়ঙ্কর আকৃতি

বর্ণিত আছে: হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন: তুমি কি আমাকে সেই আকৃতি দেখাতে পারবে, যাতে আগমন করে অবাধ্যদের রূহ কবয করে থাকো? হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام বললো: আপনি সহ্য করতে পারবেন না। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: কেন পারবো না (আমি দেখবো)। তিনি বললেন: আপনি আমার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যান। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام পৃথক হয়ে গেলেন। অতঃপর সেদিকে তাকালে দেখলেন, কালো পোষাক পরিহিত একজন কৃষ্ণবর্ণ লোক রয়েছে, যার চুল খাড়া, দূর্গন্ধ আসছে, তার মুখ ও

১. শরহুস সুন্নাহ, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবু সৈয়্যদিল আওয়ালিন ওয়া আখিরিন মুহাম্মদ, ৭/১৩, হাদীস ৩৫২০।

নাকের ছিদ্র দিয়ে আগুন ও ধোঁয়া বের হচ্ছে। (তা দেখে) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام বেহুঁশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ এলো তখন মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام নিজের আসল অবস্থায় ফিরে আসলেন। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: হে মালাকুল মউত (عَلَيْهِ السَّلَام)! মৃত্যুর সময় শুধু তোমার আকৃতি দেখাই ফাসিক ও গুনাহগারদের জন্য অনেক বড় আযাব হবে।[১]

হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام কিছু মানুষকে মৃতের জন্য কাঁদতে দেখে বললেন: যদি তোমরা মৃতের জন্য কান্না করার পরিবর্তে স্বয়ং নিজেদের জন্য কাঁদতে তবে তোমাদের জন্য ভালো হতো যে, মৃতের তো তিনটি ভয়ঙ্কর ধাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়ে গেলো: (১) মালাকুল মউতকে সে দেখে নিলো (২) মৃত্যুর স্বাদও সে গ্রহণ করে নিলো এবং (৩) তার (মন্দ) মৃত্যুর ভয়ও আর রইলো না। অতএব বুদ্ধিমান মানুষের উচিৎ, নিজের জন্য কান্না করা, কেননা এটাই হলো তার জন্য বেশি উপযুক্ত এবং তাকে এই বিষয় থেকে কখনোই উদাসীন হওয়া উচিৎ নয় যে, মৃত্যু তার সন্ধানে তার পেছনে পেছনে রয়েছে।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়স মুবারক

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام লম্বা হায়াত পেয়েছেন এবং ১৭৫ বা ২০০ বছর বয়সে তিনি ওফাত গ্রহণ করেন।[৩]

১. ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুয যিকরি ওয়াল মউত ওয়ামা বা'দুহা, বাবু সালিস ফি সাকারাতিল মউত, ৫/২১০।
২. হিকায়াতে অউর নসীহতে, ৫৪৮ পৃষ্ঠা।
৩. তারিখে তাবারী, ১/১২০।

১০টি বিশেষ ফযীলত

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর দশটি (১০) এমন ফযীলত অর্জিত, যা তাঁর সাথেই বিশেষায়িত। সেই ফযীলতগুলো হলো: ✯ **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام সবচেয়ে উত্তম। ✯ হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَامই নিজের পরে আগত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام পিতা।[১] ✯ প্রত্যেক আসমানি ধর্মে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য রয়েছে। ✯ প্রত্যেক ধর্মের লোক তাঁকে সম্মান করে। ✯ তাঁর স্মরণই হলো কুরবানি। ✯ তাঁরই স্মৃতি হলো হজ্বের আরকান সমূহ। ✯ তিনিই কা'বা শরীফের প্রথম নির্মাণকারী অর্থাৎ একে ঘরের আকৃতিতে প্রস্তুতকারী। ✯ যে পাথরে (মকামে ইব্রাহিম) দাঁড়িয়ে তিনি কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন, সেখানে কিয়াম তথা নামায এবং সিজদা হচ্ছে। ✯ মুসলমানদের মৃত্যুবরণকারী শিশুদেরকে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام এবং তাঁর সহধর্মীনি হযরত সারা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আলমে বরযখে লালন-পালন করেন। ✯ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাঁকেই উত্তম পোশাক প্রদান করা হবে, এর পরই আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করা হবে।[২]

অগ্নিপূজারী ইসলাম গ্রহণ করলো

বর্ণিত আছে; এক অগ্নিপূজারী হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট মেহমান হওয়ার ইচ্ছা পোষন করলো। হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: যদি তুমি ঈমান আনয়ন করো তবে আমি তোমাকে আমার মেহমান বানিয়ে নিবো, একথা শুনে সেই অগ্নিপূজারী চলে গেলো। **আল্লাহ পাক** হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট অহী প্রেরণ করলেন: হে

১. বাহাওে শরীয়ত, ১/৫২।
২. তাফসীরে নঈমী, ১/৬৮২। ছেলে হলে এমন, ২৪ পৃষ্ঠা।

ইব্রাহিম! তুমি খাবার খাওয়ানোর জন্য দ্বীনের শর্তারোপ করেছো আর আমি তার কুফরীর পরও ৭০ বছর যাবৎ তাকে খাবার খাইয়ে আসছি, যদি তুমি একরাত তাকে মেহমান বানিয়ে নিতে তবে তোমার কি এমন ক্ষতি হতো? হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام সেই অগ্নিপূজারীর পেছনে দৌঁড়ে গেলেন, তাকে ফিরিয়ে আনলেন এবং তার মেহমানদারী করলেন। অগ্নিপূজারী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: এভাবে মন পরিবর্তনের কারণ কি? হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام অহীর কথা উল্লেখ করলেন। অগ্নিপূজারী বললো: **আল্লাহ পাক** কি আমার ব্যাপারে এরূপ করেছেন? অতঃপর বলতে লাগলো: আমাকে ঈমানদারদের অন্তর্ভূক্ত করে নিন। অতএব সে ঈমান আনয়ন করলো।[১]

ইমাম বুখারীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো

হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তখনো ছোটই ছিলেন, তাঁর পিতা হযরত ইসমাইল বিন ইব্রাহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তিকাল করেন। তাঁর প্রশিক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর খুবই নেককার ও পরহেযগার আম্মাজানের উপর এসে গেলো। বাল্যকালেই হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো একটি কষ্ট পেয়েছিলেন যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে গেলো, যার কারণে তাঁর আম্মাজান খুবই ব্যথিত হয়ে গিয়েছিলেন, পেরেশানি অবস্থায় তিনি কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। তাঁর দোয়া কবুলিয়তের প্রভাব এভাবে প্রকাশ পেয়েছিলো: একরাতে যখন ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান ঘুমালেন তখন তিনি স্বপ্নে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর যিয়ারত করলেন, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام

১. ইহইয়াউল উলুম, ৪/৪৪৭।

সৌভাগ্যবান সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার সুসংবাদ দিলেন, সকালে সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিনত হয়ে গেলো এবং এভাবেই হযরত ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চোখে আবারো দৃষ্টিশক্তির নূর সৃষ্টি হয়ে গেলো।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নাম্বার ১২

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেককার হওয়া, মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা ও নেকীর দাওয়াত প্রসার করা এবং যেলী হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করা উচিত। ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি দৈনিক দ্বীনি কাজ হলো প্রতিদিন "নেক আমলের" পুস্তিকা পূরণ করাও রয়েছে। নেক আমলের উপর আমলের বরকত দ্বারা নেকী করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার মনমানসিকতা সৃষ্টি হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে "৭২টি নেক আমল" প্রশ্নোত্তর আকারে প্রদান করেছেন। সেগুলোর মধ্যে নেক আমল নাম্বার ১২ হলো; আপনি কি আজ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বা মাকতাবাতুল মদীনার যেকোন কিতাব বা পুস্তিকা বা "মাসিক ফয়যানে মদীনা" কমপক্ষে ১২ মিনিট পড়েছেন বা শুনেছেন? এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমাদের ইলমে দ্বীন সমৃদ্ধ হবে এমনকি ইলমে দ্বীনের বরকত ও অর্জিত হবে اِنْ شَآءَ الله।

মেহমানদারীর আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন মেহমানদারীর কিছু আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি:

---

১. হাফিযা কেয়সে মজবুত হো?, ৩৭ পৃষ্ঠা।

প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করুন; (১) যে ব্যক্তি (ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও) মেহমানদারী করে না, তার মাঝে কল্যাণ নেই।[১] (২) মানুষ জ্ঞানের অভাব যে, সে তার মেহমান থেকে খেদমত নিলো।[২] (৩) সুন্নাত হলো; মেহমানকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া।[৩] ✯ মেহমানের উচিৎ যে, নিজের মেজবানের (পরিবারের কর্তা) ব্যস্ততা এবং যিম্মাদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা। ✯ হযরত মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মেহমানের জন্য চারটি বিষয় জরুরী: (১) যেখানে বসায়, সেখানেই বসা। (২) যা কিছু তার সামনে উপস্থাপন করে, তাতে খুশি হওয়া (এটা যেনো না হয় যে, এরূপ বলতে থাকা: এর চেয়ে ভালো খাবার তো আমি আমার ঘরেই খাই বা এরূপ অন্য বাক্য) (৩) মেজবান থেকে অনুমতি নেয়া ব্যতীত সেখান থেকে না উঠা এবং (৪) যখন সেখান থেকে চলে যাবে তখন তার জন্য দোয়া করা।[৪]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

মেহমানদারীর অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

১. মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদিশ শামেঈন, ৬/১৪২, হাদীস ১৭৪২৪।
২. জামেয়ে সগীর, ২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৬৮৬।
৩. ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতইমা, বাবুয যিয়াফতি, ২/৫২, হাদীস ৩৩৫৮।
৪. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, বাবু সানি আশর....., ৫/৩৪৪।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**